প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন

জুলাই, ২০২০

ক্র. নং	অনুষ্ঠিত সভার তারিখ ও সভাপতি	সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহ	অগ্রগতির বিবরণ	মন্তব্য
১.	২০.০৮.২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	ব্লু-ইকোনমি এর উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এ সকল কার্যক্রম মনিটর করার লক্ষ্যে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ইহা সমন্বয় করা হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার জলরাশি হতে স্থায়িত্বশীল ভাবে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মেট্রিক্স আকারে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২.	২০.০৮.২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী খনিজ সম্পদ, মূল্যবান অন্যান্য সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার প্রয়োজনে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। একই সাথে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব গবেষণা জাহাজ "আর.ভি.মীন সন্ধানী" দ্বারা গত ২০-১২-২০১৬ হতে সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের জরিপ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ পর্যন্ত ২৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা জাহাজ R.V. Dr Fridtjof Nansen দ্বারা গত ০৩-১৭ আগষ্ট, ২০১৮ বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে মৎস্য সম্পদের উপর একোয়াস্টিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। • বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীরা কক্সবাজার উপকূলে এ পর্যন্ত ১১৭ প্রজাতির সীউইড সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ প্রজাতির সীউইড বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সীমিত আকারে চাষ শুরু হয়েছে। • বিএফআরআই কর্তৃক ৩২০ প্রজাতির মাছ (Bony Fish) সনাক্তকরণসহ এদের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছের এ ধরণের ক্যাটালগিং দেশে এটিই প্রথম। এতে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছের প্রজাতি সনাক্তকরণ, মেরিকালচার উপযোগী মাছের প্রজাতি চিহ্নিতকরণ ও মাছের ঋতুভিত্তিক প্রাপ্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। বিগত ০৩ বছর যাবত এ গবেষণা পরিচালনা	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

				করা হচ্ছে। • হাঙ্গার মাছের মজুদ অবস্থা, বংশকূল রক্ষার্থে তাদের আহরণ বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএফআরআই কর্তৃক যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। • বিএফআরআই কর্তৃক বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ওয়েস্টারের Crassostrea Madrasensis প্রজাতি নিয়ে চাষ বিষয়ক গবেষণা শুরু করা হয়েছে। • উপকূলে বিদ্যমান মৎস্যসম্পদের প্রজাতির সনাক্তকরণ, জীববৈচিত্র, প্রাপ্যতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়ার জন্য এ গবেষণা কর্মসূচীর আওতায় DNA-based ক্যাটালগিং করা হচ্ছে। • গত ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে মেরিন রিজার্ভ/সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (এমপিএ) ঘোষণা গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।	
৭.	২০.০৮.২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	দক্ষ জনবল তৈরীর জন্যঃ ০১. (ক) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা; (খ) Trawling and Acoustic Survey (গ) Stock Assessment and Management (ঘ) Taxonomy এবং Fishings Data Analysing (ঙ) UNCLOS (চ) Monitoring, Controlling and Survelence (ছ) IUU (Illegal Unreported Unregulated) Fishing (জ) Mariculture ইত্যাদি বিষয়ে সর্বশেষ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত বিদেশে ১৪২ জন এবং দেশে ১১৪০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ০২. মেরিন ফিশারিজ একাডেমী হতে প্রতিবছর নটিক্যাল, মেরিন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফিশ প্রসেসিং বিষয়ে ৮০ জন দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে। ০৩. গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে Bangladesh Blue Economy Dialogue on Fisheries and Mariculture	কার্যক্রম চলমান

				শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ০৪. ভারতের চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত "Regional Meeting for Review of the Regional Plan of Action to Combat IUU Fishing" শীর্ষক ওয়ার্কশপে ২৪/০২/২০২০ হতে ২৫/০২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের ০২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ০৫. সাইপ্রাসে অনুষ্ঠিত "Sustainable Aquaculture Action Group Inaugural Meeting" এ ২৫/০২/২০২০ হতে ২৭/০২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের ০১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।	
১১.	২০.০৮.২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	দেশের সমুদ্রসীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অধিক সংখ্যায় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	• নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, কোষ্ট গার্ড, নৌ পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনাক্রমে মনিটরিং ও সর্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। • গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে ১০টি লং লাইনার এবং ০৭ টি পার্স সেইনার জাতীয় মৎস্য নৌযানের অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ০৪টি পার্স সেইনার এবং ০১টি লং লাইনার আমদানীর জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। • "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত ০৪/০৩/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। • বতর্মানে বাংলাদেশে সর্বমোট ১০৫ টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা রয়েছে। যার মধ্যে ৭৩টি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক অনুমোদিত। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রক্রিয়াকরণ কারখানা রয়েছে। তবে দেশীয় ভোক্তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও Ready to eat মাছ সরবরাহের জন্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। • পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট	কার্যক্রম চলমান

				(Fillet) উৎপাদনের জন্য মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ৪টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান রপ্তানি কার্যক্রম শুরু করেছে।	
১৬.	২৪.০৩.২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ আগামী ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে কমিটির সমন্বয়কারী মুখ্য সচিব এবং সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ও আহবায়ক, ওয়াকিং টীম-এর নিকট প্রেরণ করবে;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণের লক্ষ্যে মেট্রিক্স আকারে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কমর্পন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করে সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসে তা বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মুখ্য সচিব এবং সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ও আহবায়ক, ওয়ার্কিং টীম-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৩/১১/২০১৮ তারিখে হালনাগাদ করা হয়েছে এবং নির্দেশনা মোতাবেক কপি প্রেরণ করা হয়েছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২৪.	১৯.১০.২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনে জাহাজ আউট সোসিং করা/FAO-কে অনুরোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	• FAO, NORAD এবং Institute of Marine Research (IMR), Norway দ্বারা পরিচালিত R.V. Dr Fridtjof Nansen গবেষণা জাহাজ গত ৩১ শে জুলাই, ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশের জলসীমায় আগমন করে ০৩-১৭ আগষ্ট, ২০১৮ বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে মৎস্য সম্পদের উপর এ্যাকুয়াস্টিক সার্ভে পরিচালনা সম্পন্ন করেছে। • উক্ত সার্ভে কার্যক্রমে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ১৫ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন। • গত ১৮/১১/২০১৮ তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে R. V. Dr. Fridtjof Nansen দ্বারা বঙ্গোপসাগরে ০৩-১৭ আগষ্ট পরিচালিত Acoustic সার্ভের তথ্য উপাত্ত প্রাথমিক বিশ্লেষণ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। • ২০২০ সালে R. V. Dr. Fridtjof Nansen কর্তৃক ৩০ দিন ব্যাপী সার্ভে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় হতে FAO কে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। • বাংলাদেশ বিগত ২৪.০৪.২০১৮	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে

				তারিখ IOTC এর পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন করেছে।	
৪২.	১৫.১২.২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	মাছ ধরা নৌকা/ট্রলার সমূহের নিরাপত্তা বিধানসহ অবৈধ কার্যকলাপ রোধকল্পে রেজিস্ট্রেশনসহ লাইসেন্স প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আগামী ০২ (দুই) দুই সপ্তাহের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রতিবেদন প্রদান	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	• নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অংশীজনের সাথে আলোচনান্তে যৌথ ক্যাম্প পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
৪৬.	০৯.১০.২০১৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব	অর্জিত সমুদ্র সীমায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ আহরণের নিমিত্ত অনুসন্ধানী জাহাজ ক্রয়/ভাড়া করার বিষয়ে বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য অধিদপ্তরাধীন "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ সালে মালয়েশিয়া হতে গবেষণা "আর. ভি. মীন সন্ধানী" ক্রয় করা হয়। বর্তমানে গবেষণা জাহাজটি বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় সার্ভে কাজে নিয়োজিত আছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৫৪.	০৮.০৫.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব	বিগত ২০/০৮/২০১৪, ২৪/০৩/২০১৫, ১৯/১০/২০১৫, ০২/১২/২০১৫, ১৫/১২/২০১৫ এবং ০৯/১০/২০১৬ তারিখের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মেট্রিক্স আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা আগামী পনের দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সর্বশেষ ০৪ ডিসেম্বর এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে এবং প্রতিমাসে ব্লু-ইকোনমি সেল এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৫৫.	০৮.০৫.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব	বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা(স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি) প্রণয়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরত তা ১৩ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও ব্লু-ইকোনমি সেলে প্রেরণ করা হয়েছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

		মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়াস ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।			
৫৮.	১১.০৭.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে সুনীল (Blue Economy) অর্থনীতি উন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	গত ০৯ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৫৯.	১১.০৭.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	Blue Economy -এর বিষয়ে সভাপতি কর্তৃক Five Step Approach (ক) সকল মন্ত্রণালয়কে পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে কোন কোন সিদ্ধান্তসমূহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তা Reflection Session আয়োজনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা (খ) এ বিষয়ক একটি প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা (গ) পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে উপযুক্ত অংশীদার চিহ্নিত করা (ঘ) ত্বরিৎ গতিতে বাস্তবায়নের জন্য একটি ফাস্ট-ট্র্যাক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা (ঙ) গৃহীত কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাস্তবায়নের নিমিত্ত আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক গত ০৯ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত Approach বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৬০.	১১.০৭.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী) ও এর অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৩১ জুলাই	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সর্বশেষ ০৪ ডিসেম্বর এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে এবং প্রতিমাসে ব্লু-ইকোনমি সেল এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

		২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট বরাবর প্রেরণ করতে হবে।			
৬২.	১১.০৭.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্য সূচীতে ব্লু-ইকোনমি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বিগত ০৭ মাস যাবৎ আলোচনা করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৬৩.	১১.০৭.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা মনোনীত ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের তালিকা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	গত ০৮ আগষ্ট, ২০১৭ তারিখে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন করে প্রেরণ করা হয়েছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৬৫,	১১.০৭.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে মেন্যু/সাব-মেন্যু তৈরী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে মেন্যু তৈরী করা হয়েছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৭২.	২২.০৭.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক	গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	গত ০৪-০৩-২০১৯ তারিখে চাহিত তথ্যের আলোকে প্রকল্পটি পরীক্ষা করে কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	
৭৪.	২২.০৭.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক	মাছ ধরার নৌকা/ ট্রলারসমূহের নিরাপত্তা বিধানসহ অবৈধ কার্যকলাপ রোধকল্পে রেজিস্ট্রেশনসহ লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ সম্পদ মন্ত্রণালয় যৌথ সভা করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	যৌথ ক্যাম্প পরিচালনা করা হচ্ছে।	
৮০.	০৮.০৮.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা কর্তৃক প্রনীত সংশোধিত/হালনাগাদ কর্মপরিকল্পনার সমন্বিত কপি ই-মেইলের মাধ্যমে আগামী ৭ (সাত) দিনের	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরত তা ১৩ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও ব্লু-ইকোনমি সেলে হার্ড কপি এবং ইমেইল প্রেরণ করা হয়েছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

		মধ্যে ব্লু-ইকোনমি সেল এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবে।			
৮১.	০৮.০৮.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণায়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহ ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে ইতোপূর্বে বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ চিহ্নিত করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ ব্লু-ইকোনমি সেলে প্রেরণ করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
৮৫.	০৮.০৮.২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে ৩ থেকে ৫ টা প্রকল্প প্রস্তাব, প্রকল্পের ব্যয়, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১১ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আ.ন.ম. নাজিম উদ্দীন
উপসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার